খুচরো কথা – ১৮

ক্রমশ আঁধার এক...

নন্দিনী হোসেন

(অনেক দিন খুচরো কথা লিখিনা। সময় বের করে লেখালেখি চালিয়ে যাওয়া একটা প্রধান সমস্যা। এই লেখাটি লিখেছিলাম বেশ কিছুদিন আগে, সময় মত পোষ্ট করা হয়নি। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু হয়েছে বলে মনে হয়না)

পৃথিবীটাই যেন এখন এক উদ্ভট উঠের পিঠের যাত্রী হয়েছে । স্বদেশের কথা ভেবে হাহাকার করার কোন মানে যেন আর খুঁজে পাচ্ছিনা আজকাল। অদেখা এক সূঁতোর টানে চলছে সব। ক্ষমতা আর ক্ষমতার দন্ধের সব যোগফল হচ্ছে আমাদের চারপাশে যা ঘটছে তার প্রায় নিরানব্বই শতাংশ । ক্ষমতার জন্য ঘুটিটাকে যেভাবে চালানোর দরকার সেভাবেই চালানো হচ্ছে। একদল মানুষ উন্মক্তের মত একজন মানুষকে শুধু মাত্র তার মতপ্রকাশের জন্য মেরে ফেলতে চায়,দেশ থেকে বিতারণ করে, সরকার গুলো তা ডান হোক আর বামই হোক - তথাকথিত 'অনুভুতি'র পাহারাদার সাজে। কারণ ক্ষমতায় থাকতে হবে, ক্ষমতায় যেতে হবে। ক্ষমতা-ই শেষ কথা ! রাষ্ট্র তাই অনুভুতিওয়ালা দের জন্য দরাজ। অনুভুতির তদারকিতে সদা ব্যতিবস্ত। অন্যদের কিছু চাওয়া পাওয়ার থাকতে পারেনা, এদের অনুভুতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। কারণ এরা ভোট ব্যাংকে কিছুই যোগ করতে পারেনা। এদের অধিকার সব ছুলোয় যাক। এদের মেরে কেটে সাফ করে ফেলো, কারো কোন মাথা ব্যাথা নেই ! একজন হুমায়ুন আজাদ জল্লাদের খড়্গের নীচে টুকরো টুকরো হলে ও তাতে রাষ্ট্রের কিছু করার নেই ! হত যদি নিজামী মুজাহিদ, সাইদীর দলের কেউ, তাহলে সরকারের নাওয়া খাওয়া ঘুম হারাম হয়ে যেত! তা যে সরকার-ই হোক না কেন...

তসলিমা নাসরিন একজন লেখক। যে কখনও সন্ত্রাসী কোন কর্ম-কান্ড চালায়নি। সন্ত্রাসী হতে কাউকে কথায় বা লেখায় উদ্বুদ্ধ করেনি,মানুষ মারার ফতোয়া দেয়নি, নিজের মতামত প্রকাশ করেছে মাত্র - তাও লিখে,তাকে নিজে দেশ থেকে বিতাড়ন করা হয়।অন্য দেশে বন্দিজীবন যাপন করতে হয়। সবই ঘটে অনুভুতিওয়ালাদের দাবীর মুখে !অনুভুতিওয়ালাদের অনুভুতির বেলুন ফুলতে ফুলতে এখন আকাশ ছুঁয়েছে ! দাবীর বহরে নিত্য নতুন বায়না যোগ হচ্ছে ! আর সরকারগুলোও এদের বায়না মিটাতে সদা ত্রস্ত। বুঝলাম তসলিমার নিজ দেশ মৌলবাদ আর সামরিক শাসনের যাথাকলে পিষ্ট প্রায় জন্ম লগ্ন থেকে। যে দেশে তেমন কোন গণতান্ত্রিক পরিবেশ-ই গড়ে উঠেনি-সেকারণে সরকার গুলোও নপুংসক ! কিন্তু যে দেশকে আমরা জানি গণতন্ত্রের মহান ঐতিহ্যের দাবীদার বলে- যেখানে কখনও সামরিক শাসনের বুটের লাথি কারো অভিজ্ঞতার ঝুলিতে নেই - সেখানকার সরকারের আচরণও মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখল ! তার চেয়েও বড়কথা যে অঞ্চলে দীর্ঘদিন বাম শাসন চলছে, যেখানে ধর্মীয় মৌলবাদীরা কখনও তেমন সুবিধা করতে পারেনি - সেখানেও ভোটের রাজনীতি যে কি নিদারুন নগ্নতায় প্রকাশিত হল! নন্দীগ্রাম ইস্যুকে ঠান্ডা জল ছিটানোর কি অপূর্ব কৌশল ! কথা নেই বার্তা নেই একদল মুর্খ্যের দল হৈ হৈ করে উঠল- আর সরকার ও এমন ভাব দেখাল যেন তসলিমাই যত নষ্টের গোড়া ! তাঁকে সরাতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ! কি সুন্দর কৌশল ! এ কৌশল শাসক শ্রেণী ভেদে সবার-ই প্রায় এক । নীতি ফীতির কথা আসলে শুধু যার যার সুবিধা মত কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। সামান্য কিছু মৌলবাদী ভাড়াটে গুন্ডাদের আস্ফালনের পরিনতি যদি এই-ই হয়, সরকার গুলো সুরসুর করে আত্ম-সমর্থন করে বসে তখন এই সব দুষ্ট-চক্ররা মহীরুহ হবে, মাত্রাছাড়া আস্ফালন করবে এতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে কেউ আর প্রগতির কথা বলতে পারবে না -পারবেনা কোন প্রশ্ন তুলতে। চোখ বুজে আমাদেরকে অন্ধকার মেনে নিতে হবে ! সব আলো নিভিয়ে ফেলতে হবে - কারণ আমাদের নেতারা সব ভোটের রাজনীতি করেন! অবশ্য এ আর নতুন কথা কি। মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি, সে তো এখন রূপকথা - পাগলে শুনলেও হাসবে !

বাংলাদেশে যদিও প্রকাশ্যে কোন ধর্মান্ধ দল দ্বারা শাসিত হচ্ছে না, কিন্তু সময় সময় মনে হয় বায়তুল মোকাররম এর খতিব (যে সরকারী চাকুরে)আর তাঁর জঙ্গী বাহিনীর কাছে চাক্ষুস সরকার তৃণবত অসহায় ! এই যে কিছুদিন আগে অসহায় নিরীহ একটা বাচ্চা ছেলেকে প্রায় বিনা কারণে মোল্লাদের দাবীর মুখে জেলে পোরা হল - তার অপরাধ টা কি ছিল? ছয়মাস পর তাকে আদালতের নির্দেশে ছেড়ে দিলেও এই ছয়মাস যে তার জীবন থেকে চলে গেছে, তার যে শারিরীক মানসিক নির্যাতনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে তার হিসেব রাষ্ট্রের কাছে কে চাইবে?

ওদিকে নারী-নীতি বাস্তবায়ন নিয়ে রাজাকার দের আস্ফালন সকল সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে সবকিছুতে রাজাকাররা বাগড়া দেবে, সরকারগুলো মিঁউ মিঁউ করে এদের তোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে - তা মেনে নেবেনা বলে বাংলাদেশের নারী সংগঠন গুলো ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ! তাদের অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা যদি এক-ই ভাবে আমাদের তসলীমা নাসরিন, আমাদের ঘরের মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সোচ্চার হোন, তবে কার সাধ্যি তা ঠেকায় ! দেশে তো এখন ও দাঁড়ি-টুপির চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশীই মনে হয়! আসল কথা হচ্ছে, অধিকার আদায় করে নিতে হলে একজোট হয়ে সোচ্চার হওয়া ছাড়া অন্য বিকল্প নেই ! মোল্লারা যেহারে নারীদের বেহেস্তের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ‘খোয়াড়ে’ ঢুকাচ্ছে- তাতে সত্যি আমি ভীত !

‘দেশ-দ্রোহী, ধর্মান্ধ, মোল্লা রাজাকারদের ফাঁদে পা দেবোনা’ নারীদের এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়ার দিন এসেছে ...

কথা প্রসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়,বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে দেখলাম - দেশের কোন কোন প্রখ্যাত প্রগতিশীল(!) পুরুষ সাংবাদিক ধর্মান্ধ রাজাকারদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাচ্ছেন ইনিয়ে বিনিয়ে। কণ্ঠ মিলাতে দেখে অবশ্য অবাক হইনি, মজা পেয়েছি। তবে অবশ্যই তাদের চালাকীটা অন্য খানে !
তাদের বক্তব্য দু একজনের যা শুনলাম তা হচ্ছে, এই আইন কানুন যা করার নির্বাচিত সরকার এসেই করবে। এখন খামকা এসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি ! তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট বিরক্তি ! সম্পত্তিতে নারীর সমান অধিকার বিষয়টা তারা নিজেরাও যে হজম করতে পারছেন না, তা তাদের কুঞ্চিত ভ্রুর ফাঁক- ফোঁকর গলিয়ে বেড়িয়ে পরেছে তা বলাই বাহুল্য !

কল্যাণ হোক সকলের।

nondinihussain@gmail.com